অবিলম্বে অচলাবস্থা কাটুক

অচল তিন বিশ্ববিদ্যালয়

০৯ এপ্রিল ২০১৯, ১১:৩৩
আপডেট: ০৯ এপ্রিল ২০১৯, ১১:৩৪

ডাকসু নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সৃষ্ট উত্তাপ কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অনেকটা কমলেও বিভিন্ন ইস্যুতে অন্তত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এর মধ্যে বরিশালে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে দুই সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করছেন সেখানকার শিক্ষার্থীরা। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ আছে, কবে চালু হবে, তা-ও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা চরমপত্র দিয়েছেন, উপাচার্যের পদত্যাগ কিংবা ছুটিতে যাওয়ার ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

অন্যদিকে অস্ত্রসহ ছাত্রলীগের ছয় নেতা-কর্মী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। তারা শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী শাটল ট্রেন বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষকদের বাস চলাচলেও বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আক্কাস আলীর অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করেন সেখানকার শিক্ষার্থীরা। কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করলেও শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। তাঁদের দাবি, যাঁর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত, তাঁকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করতে হবে।

এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম-বেশি অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে ছাত্রলীগের উপদলীয় কোন্দলের কারণে। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রশাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠনটি। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দিলেও সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বিকার।

কথায় বলে সময়ের এক ফোঁড় আর অসময়ের দশ ফোঁড়। বিশেষ করে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদি ছাত্র আন্দোলনের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের ঘোষণা না দিতেন, পরিস্থিতি এতটা নাজুক হতো না। তাঁদের প্রথম দাবি ছিল উপাচার্যের বক্তব্য প্রত্যাহার। একজন উপাচার্য তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ‘রাজাকারের বাচ্চা’ বলে গালমন্দ করতে পারেন না। এখন শিক্ষার্থীরা তাঁর পদত্যাগ বা ছুটিতে যাওয়া ছাড়া আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি শুধু শিক্ষার্থীদের গালাগাল করেই ক্ষান্ত হননি, আন্দোলনের পেছনে জামায়াত-শিবিরের ইন্ধন আবিষ্কার করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় নেতা-কর্মীর মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তার দায়ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও এড়াতে পারে না। কিছুদিন আগে প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা এমদাদুল হক নামের এক প্রার্থীকে যেভাবে উপাচার্যের ভবনের সামনে থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা অপহরণ করেছেন, সেটি শুধু অনৈতিক নয়, ফৌজদারি অপরাধ। অথচ কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অভিযোগ, অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ আন্দোলন করছে। একজন শিক্ষক পদপ্রার্থীর অপহরণের সময় তাঁদের এই নীতিবোধ কোথায় ছিল?

দেশের তিনটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই অচলাবস্থা আমাদের উদ্বিগ্ন না করে পারে না। এক দিন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বা পরীক্ষা বন্ধ থাকার ক্ষতিটি শুধু অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। উপাচার্য পদে মেধা ও যোগ্যতার বিচার না

করে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দিলে পরিস্থিতি কী হয়, তার প্রমাণ আমরা নিকট অতীতে অনেক পেয়েছি। এই উদাহরণ আরও বাড়তে দেওয়া যায় না। একজন উপাচার্য যখন বড়াই করে বলেন, ছাত্রলীগই শিক্ষক নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি কিংবা ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য কোনো সংগঠনের কার্যক্রম চলতে পারে না, তখনই তিনি উপাচার্য পদে থাকার যোগ্যতা হারান। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তাঁর দলীয় পদ গ্রহণই শ্রেয়।

অবিলম্বে তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।